সাধুগণের মধ্যে যঁহারা মহাপুরুষ নামে অভিহিত অর্থাৎ যাহাদের হৃদয়ে অনবরত শ্রীভগবৎস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকেন, সেইসকল সাধু-মহাপুরুষগণের দুইটি প্রকারভেদ দেড় শ্লোকে বলিতেছেন—

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে।
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থশ্চ লোকে ॥ ৫।৫।২-৩

ভগবান্ শ্রীঋষভদেব নিজ পুত্রগণকে উপদেশ করতঃ বলিলেন—হে পুত্রগণ! মহতের সেবা বিবিধ মুক্তির দ্বারস্বরূপ। আর স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ। সেই মহাপুরুষগণের দুইটি বিভাগ আছে, এক—জ্ঞানী মহাপুরুষ, অপর—ভক্ত মহাপুরুষ। তন্মধ্যে জ্ঞানীমহতের লক্ষণ—তাঁহারা বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন—ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, শ্বপাক প্রভৃতিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সত্তার উপলব্ধি করেন বলিয়া সমচিত্ত, তাঁহাদের হেয়-উপাদেয় দৃষ্টি নাই। দ্বিতীয় লক্ষণ—রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ প্রভৃতি শূন্য বলিয়া প্রশান্ত। কোথাও তাঁহাদের দ্বেষবুদ্ধি থাকে না বলিয়া বিমন্যু সর্ব্বভূতের হিতকারী বলিয়া সুহৃদ এবং সদাচারসম্পন্ন বলিয়া সাধু।

দ্বিতীয়, ভক্তিসাধক মহাপুরুষের লক্ষণ এই যে—তাঁহাদিগের আমাতে সিদ্ধ সৌহার্দ্দ্যরূপ প্রেম আছে এবং ঐ প্রেমই তাঁহাদের পরমপুরুষার্থ বা মূল প্রয়োজন। তাঁহারা আমাতে প্রেমভিন্ন অন্য কিছুই প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না। যখন তাঁহাদের আমাতে প্রেমই পরমপুরুষার্থ, অতএব বিষয়বার্ত্তানিষ্ঠ জনসমাজে এবং স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবর্গযুক্ত গৃহে তাঁহারা প্রীতি পোষণ করেন না। কিন্তু শ্রীভগবদ্ভক্তজনের অনুরূপ যতটা পরিমাণে ধনের প্রয়োজন, ততটা পরিমাণে বিষয় তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। নিজ ঐন্দ্রিয়ক সুখ কিংবা দৈহিক সুখ ভোগের জন্য বিষয় গ্রহণ করেন না। এইপ্রকার মহাপুরুষের লক্ষণের মধ্যে "পূর্ব্ববিধি হইতে পরবিধি বলীয়ান্"—এই ন্যায় অনুসারে জ্ঞানীমহৎ হইতেও ভক্ত মহতের বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে। মহতের দুইপ্রকার বিভাগ করিয়া ব্যাখ্যা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্লোকে 'যে বা ময়ীশে' ইত্যাদি শ্লোকে "বা" শব্দটি উল্লেখ করিয়া পক্ষান্তর সূচনা করিয়াছেন।

এই জ্ঞানী এবং ভক্ত দুইপ্রকার সাধককেই মহৎ বলিয়া উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, মহাজ্ঞানী বলিয়া জ্ঞানীসাধকের মহত্ত্ব এবং মহাভাগবত বলিয়া ভক্তিসাধকের মহত্ত্ব। কিন্তু জ্ঞানীসাধক এবং ভক্তিসাধকের সমান